বাবা তোমাকে খুব মিস করি

কবিতা পারভেজ

আজ ২৬ শে জুন: আজ থেকে আট বছর আগে আমার বাবা এম আর আখতার মুকুল এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালের ৯ আগষ্ট। এই ৯ আগষ্ট তারিখ নিয়ে তাঁর খুব গর্ব এ কারণেই যে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪২ এর ৯ আগষ্টকে বেছে নিয়েছিলেন স্বাধীনতার লক্ষ্যে ব্রিটিশ বিরোধী "কুইট ইন্ডিয়া" মুভমেন্ট শুরু করার জন্য।

বাবার কথা মনে হতেই কত কথা যে মনে পড়ে যায়। আমাদের কাছে তিনি যেমন রাশভারী ভয়েরপাত্র তেমনি ছিলেন ফ্রি ফ্র্যাঙ্ক একজন বন্ধু। তিনি যে কী পরিমান বন্ধু সেটা বুঝতে পারতাম যখন বন্ধুদের সাথে যার যার বাবা নিয়ে কথা হতো। একদিন বন্ধুদের বলছিলাম আমার ভাইয়ার বিয়ের সময় পাত্রী দেখার জন্য ভাইয়ার প্রতি বাবার উপদেশ দেবার কথা। ভাইয়ার জন্য মেয়ে দেখা হচ্ছে। ভাইয়াও খুব টেনশনে। বাবা ভাইয়াকে বললেন - শোন্ কবি, মেয়ে দেখতে গেলে যতই ভালো লাগুক চিন্তা করে দেখবি বিশ বছর পরে মেয়ের সেই চেহারা তোর সহ্য হবে কী না! আজ থেকে একত্রিশ বছর আগের কথা বলছি সেই সময়েই আমার বাবা এতো সহজেই আমাদের বন্ধু হয়েছিলেন। তাঁর সেই মুচকী হেসে আমাদের সাথে দুষ্টুমীগুলো আজ খুব বেশী করে মনে হচ্ছে। যতই সময় যায় ততই বাবার এই ছোটখাটো ব্যপারগুলো ইদানিং খুব বেশী করে মনে হয়। সেগুলোই মিস করি বেশী।

১৯৮০ সালের কথা। পদাতিক নামে আবৃত্তির একটি সংগঠন ছিলো ঢাকায়। তাঁরা আয়োজন করেছিলেন দর্শনীর বিনিময়ে কবিতা সন্ধ্যার একটি আসর। আমি, মা আর বাবা গিয়েছিলাম সে অনুষ্ঠানে। যাবার পথে বাবাকে বললাম আপনার তো ইতিহাস রাজনীতিতে আগ্রহ বেশী, কবিতা নিয়ে আগ্রহ আছে জানতাম না। মুচকী হেসে বললেন - তাই যদি না থাকতো তবে তোর নাম কবিতা কেন? আরো বললেন, কবি আবূ জাফর ওবায়দুল্লাহর আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি কবিতাটি পড়ে দেখিস। ওর মধ্যে আছে - যে কবিতা শুনতে জানেনা/সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না/যে কবিতা শুনতে জানে না / সে ভালবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না। তোর মা বাংলা সাহিত্যের মানুষ- ওর কাছেও কবিতা আবৃত্তি শুনেছি। কবিতা আমার খুব প্রিয় যদিও ওটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির তেমন সময় পাইনি।

সেদিন সে অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ ছিলো দেশের সেরা কবিরা যার যার প্রথম প্রেম নিয়ে লেখা কবিতা আবৃত্তি করেছেন। ওস্তাদ খুরশীদ খানের সেতারের সুর কবিতাগুলোকে প্রাণবন্ত করেছিলো। আমার মা তাঁর কাছে কিছুদিন সেতার শিখেছিলেন। বাবার কথা বলতে মায়ের কথাও এসে গেলো। কেউ আর নেই। বড় তাড়াতাড়ি তাঁরা চলে গেলেন। দু'জনকেই এখন বড় মিস করি।

শিল্প সংস্কৃতিটাকে তাই চেষ্টা করেছি ছেলে মেয়ের মধ্যে ধরে রাখতে যেন ওদের মাঝে নিজের বাবা মায়ের ছায়া টুকু দেখতে পাই।

ভাষা আন্দেলন থেকে শুরু করে দেশের স্বাধীনতার আন্দেলন এবং মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছেন। তাঁর সেই যুদ্ধদিনের চরমপত্রের কথা কেউ কী ভুলতে পেরেছে না পারবে? তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা তিরিশ যার মধ্যে আছে 'আমি বিজয় দেখেছি', ' চরমপত্র', একুশের দলিল'সহ আরো অনেক বহুল আলোচিত গ্রন্থ। মনটা ভাল নেই তাই আর আমি এগোতে পারলাম না। খুবই মিস করছি বাবাকে। আমার এ সামান্য লেখাটি যাঁর নজরে আসবে তাঁর কাছেই আমার আবেদন চরমপত্রের এম আর আখতার মুকুলের জন্য দোয়া করবেন।

করুণাময় আল্লাহতায়ালা তাঁকে জান্নাতবাসি করুন।